ভুলে ও কেউ সিংয়ং কাছে যেও না গেলে নিজের মানসম্মান পযন্ত থাকবে না। কারণ আমি ফিল করেছি, তোমরা তো এই একবার ধাক্কা খাইছ আমি ২ বার ধাক্কা ফাইছি। আর বুঝে গেছি আমাদের জীবনের স্বপ্নের কারিগর তৈরি করার নেতা গুলো খালি নিজেদের পেট ফুলায় পেছনে কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকায় না। এজন্য এত টেলেন্ট টেলেন্ট সুষ্টুডেন্ট ঝরে পড়ে। আমি একটা কথা বলি আমাদের ম্রো যত রকম সরকারি বেসরকারি কমকতা আছে কেউ সাহায্য জন্য যেও না এদের কাছে যাওয়ার যাইতে রাস্তায় ভিক্ষা করা অনেক ভালো। মানুষের কষ্টের সময় যখন পাশে থাকবে না তাহলে কেন আমাদের আশাস দিয়েছ প্রয়োজন নেই এসব নেতা কেটা নিজের কায়িক পরিশ্রমের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করলে অনেক ভালো। #নেতাকেটা যারা নপতা আছে ধনসম্পত্তি আছে তারা যাইলে আমাদের জন্য একটা ফান্ড খুলে দিতে পারত। তারা করে না কেন

এবার বাস্তব কথা বলি, আমি যখন সিংয়ং এর কাছ থেকে ধাক্কা খাই তখন খেকে আমি ওনার চেহারা দেখলে শরীরে গায়প লোম শিহরীয় হয়ে ওঠে ওনার ওপর এত খুপ তারপর নায় পং আমরা দুইজনে গেলাম মাসিক বৃত্তি দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কাছে without #সিংয়ং signature পরে ওনি যাচায় বাসাই করে